দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 21 2000

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কি শিবিরের হাতে লিজ দেয়া হয়েছে

সব কিছুর একটা সীমা আছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে মৌলবাদী জামাত-শিবির গোষ্ঠীর অপতৎপরতা সব রকম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই গোষ্ঠী খুন-অপহরণ, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য সৃষ্টির মধ্যেই তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেনি, সর্বশেষ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৮-৯৯ সেশনের প্রথম বর্ষ সম্মানের ১১ হাজার সাতশ' ভর্তি ফরম ছিনতাই করেছে। গত সোমবার নগরীর কাপাসগোলা শাখা অগ্রণী ব্যাংকে ফরমগুলো পৌছাতে গেলে শিবিরের পাঁচ-ছয়জন কর্মী সেগুলো ছিনতাই করে। এভাবে শিবিরের সন্ত্রাসীরা একের পর এক অপকর্ম কিভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তা বোধগম্য নয়। কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না? কেন তাদের প্রতিহত করা যাচ্ছে না? শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? গত সোমরার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সোহরাওয়ার্দী হল দখল নিয়ে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক গুলিবিনিময় হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসসহ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ ও বাধাপ্রদান করে আসছে। শিবির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় শাটল ট্রেনের চালককে অপহরণ করায় রেলওয়ের লোকো মাস্টাররা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। শিবির কর্মীরা গত সোমবার সকালে ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করে দিয়ে সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। শিবিরের হুমকির মুখে ভাড়া বাস সরবরাহকারী বাস বন্ধ করে দিয়েছে। অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ইতোপূর্বে শিবিরের অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বাস ভাঙচুর এবং বিশ্ববিদ্যালয় বাসে গুলি করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের মেডিক্যাল পড়ুয়া পুত্র নিহত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর লাগামহীন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমাবার জন্য বিভাগভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি চালু হলেও ক্যাম্পাসে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর সামনে দিয়ে গুটিকয়েক সন্ত্রাসী ঘোরাফেরা এবং অবৈধ কর্মকাণ্ড চালালেও কোন রকম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য হচ্ছে, সন্ত্রাসীদের আটক করার জন্য পুলিশকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে ২ শতাধিক পুলিশ অবস্থান করলেও তারা উপরের নির্দেশ ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন সময় বলে থাকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় অনেক ছাত্র খুন হয়েছে। অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন খুনের বা কোন সন্ত্রাসী ঘটনারই বিচার হয়নি। ফলে সন্ত্রাসীদের আস্ফালন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে বিচার হওয়া উচিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের বাড়াবাড়ি অসহনীয় পর্যায়ে পৌছেছে। অথচ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছরব্যাপী শিবির দৌরাত্ম্যের অবসান হয়েছিল। সম্প্রতি ভিসি ও প্রো-ভিসির মনান্তর এবং ছাত্রলীগের একাংশের উচ্ছৃংখলতা শিবিরকে ফিরে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। সম্প্রতি শিবিরের সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারবিরোধী চারদলীয় জোটের শরিক ছাত্র সংগঠনগুলো। এর ফলেও শিবিরের সাহস ও দৌরাত্ম্য দুইই বেড়েছে। বিরোধীদলীয় সমর্থক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদপন্থী শিক্ষকরা সরকারকে বিব্রত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে শিবির চক্রকে মদদ দিচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। আমরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এ ধরনের নোংরা মানসিকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাই। শিক্ষকরা যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি ও শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করতে ভূমিকা পালন করে তবে তাদের কি আর শিক্ষক বলা যায়?

একটি দল এবং গোষ্ঠীর কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বার বার বিঘ্নিত হবে, শিক্ষাঙ্গন কলঙ্কিত হবে, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসবে তা মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষাঙ্গনগুলোর বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটি মানুষই গভীর হতাশা ব্যক্ত করেন। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ তৎপর হলে সন্ত্রাস হ্রাস পায়। আবার একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করলেই সন্ত্রাসী দানবেরা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। আসলে সন্ত্রাস প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনযন্ত্রের আন্তরিক উদ্যোগের বিকল্প নেই। সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে শিক্ষাঙ্গন থেকে বহিষ্কার করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আর এ সব অপরাধীদের গ্রেফতার এবং বিচারের ব্যবস্থা করা প্রশাসনের কাজ। এ উভয় দিক থেকে যদি কঠোরতা দেখানো হয় তাহলে সন্ত্রাস কমতে বাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকার, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল সবাই মিলে আন্তরিকভাবে যদি উদ্যোগ নেয়া যায়, তবে শিবিরের হাত থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্ধার করা যে অসম্ভব নয়, কিছুদিন আগেই তো তা দেখা গিয়েছিল। সেভাবে আবার ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না কেন? শিবিরের হাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই লিজ দেয়া হয়নি।